



অতিকথন থেকে মুক্ত হওয়া

তাসনীম মাহমুদ

প্রযুক্তিবিশ্বে এমন অনেক সাধারণ ব্যবহারকারী আছেন যারা কিছু অতিকথন বা প্রতারণামূলক কথা মনেপ্রাণে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকেন যুগ যুগ ধরে। যেমন ম্যাক কমপিউটার কখনই ভাইরাস আক্রান্ত হয় না বা ম্যাক কমপিউটার সবসময় ভাইরাসমুক্ত থাকে। অনেক বছর ধরে এ কথা সত্য ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা ঘটে যা এই বন্ধমূল বিশ্বাস বা ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে। এ ধরনের এমন অনেক অতিকথন আছে বা মোটেও সত্য নয়, কিন্তু প্রযুক্তিবিশ্বে কিছু সাধারণ ব্যবহারকারীর মনে দৃঢ়ভাবে গেথে গেছে। আরো কিছু অতিকথন আছে, যেমন ক্যাবল ব্যয় বহুল, মেগাপিস্কেল সম্পর্কিত ধারণা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে বহুল পরিচিত অতিকথন হলো—বিমান উড্ডয়নের সময় মোবাইল ফোনের সুইচ অফ না রাখলে বিমান ক্র্যাশ করতে পারে, যা সত্য নয় বরং হাস্যকরও বটে।

অতিকথন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে, প্রযুক্তিপণ্য বিক্রেতা বা অন্য যেকোনোভাবেই বিস্তৃত হতে পারে। নিচে কিছু সাধারণ অতিকথন তুলে ধরা হয়েছে ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে, যাতে প্রচলিত ধারণাগুলো সম্পর্কে অবহিত হতে পেরে প্রকৃত সত্য কী তা উদঘাটন করতে এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

জনগণ যেসব ভুল ধারণা পোষণ করেন

বিল গেটস বলেন ৬৪০ কিলোবাইট যথেষ্ট : ১৯৮৯ সালে আইবিএম পিসির পরিচিতি উপস্থাপন করতে গিয়ে মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস বলেন, যেকোনো ব্যবহারকারীর জন্য ৬৪০ কিলোবাইট মেমরিই যথেষ্ট। বিল গেটসের এই উক্তি ছিল হাস্যকর। অবশ্য ১৯৯৬ সালে 'ব্লুমবার্গ বিজনেস নিউজ কিউ অ্যান্ড'- এ এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ ধরনের উক্তির কথা অস্বীকার করেন। বাস্তবতা হলো বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে এক গিগাবাইট মেমরিও অপরিষ্কার মনে হয়।



লিন অ্যান্ড টোরভ্যান্ড লিনআক্স আবিষ্কার করেন : বেশিরভাগ লোকই লিনআক্সকে একটি সম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে ভেবে ভুল করেন। আসলে

এটি অপারেটিং সিস্টেমের অংশ কার্নেল ছাড়া আর কিছুই নয়। কার্নেল হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মাঝে শূন্যস্থান পূরণ করে বা সেতুবন্ধন করে। মূল সিস্টেম স্পেস টুল এবং

লাইব্রেরি উদ্ভূত হয় স্টলম্যানের জিএনইউর প্রজেক্ট থেকে, যা বিরক্তিকরভাবে ওএসকে GNU/Linux হিসেবে রেফার করে। লিনআক্স টোরভ্যান্ডকে তর্কাতীতভাবে বলা যায় কার্নেলের চালিকাশক্তি। আর এ কারণেই তার নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু কোনোভাবেই পুরো অপারেটিং সিস্টেমের কৃতিত্ব তাকে দেয়া যায় না।

সফটওয়্যার সংশ্লিষ্ট ভুল ধারণা

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ইউজার ইন্টারফেস চুরি করে অ্যাপল থেকে : ১৯৯৮ সালে অ্যাপল মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে এক মামলা করে। যার অভিযোগ ছিল মাইক্রোসফট যে ইন্টারফেস উপাদান ব্যবহার করছে তা মূলত অ্যাপলের ম্যাক ইন্টারফেসের অনুলকরণ। অনেক ব্যবহারকারী এখনো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন মাইক্রোসফট ইন্টারফেস স্টাইল অ্যাপল থেকে অবৈধভাবে চুরি করেছে। যেভাবে বলা হয়ে থাকে, আসলে ব্যাপারটি তেমন নয়। অর্থাৎ এ কথা মোটেও সত্য নয়। আসলে অ্যাপল অনেক ইউজার ইন্টারফেস উপাদান ব্যবহার করার জন্য মাইক্রোসফটকে লাইসেন্স দিয়েছে উইন্ডোজ ১-এর জন্য। কিন্তু মাইক্রোসফট যখন আরো মসৃণ উইন্ডোজ ২ তৈরি করে, তখনই অ্যাপল আপত্তি জানায়। মামলায় অ্যাপল যুক্তি দেখায় তারা শুধু উইন্ডোজের একটি ভার্শনের জন্য লাইসেন্স দিয়েছে, কিন্তু মাইক্রোসফটের যুক্তি ভিন্ন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর মামলার রায় মাইক্রোসফটের পক্ষে যায়।



অ্যান্ড্রয়ড একটি ওপেন সোর্স

অপারেটিং সিস্টেম

: অ্যান্ড্রয়ড তৈরি করা হয় লিনআক্সে এবং অবমুক্ত করা হয় অ্যাপাচি ২ সফটওয়্যার লাইসেন্সে। দৃঢ়ভাবে বলা হয়, অ্যান্ড্রয়ড একটি ওপেন সোর্স প্রজেক্ট। এর ফলে যেকোনো ডাউনলোড, মডিফাই এবং পুনঃডিস্ট্রিবিউট করতে পারবেন কোডকে। বর্তমান ভার্সন ডাউনলোড করা যাবে। কিন্তু পরবর্তী ভার্সনকে পর্দার আড়ালে নেয়া হবে এবং তখনই অবমুক্ত হবে যখন গুগল প্রস্তুত হবে।

২০১১ সালের শেষের দিকে এক গবেষণায় প্রকাশিত হয় যে আটটি ওপেন সোর্স প্রজেক্টের মধ্যে সবচেয়ে 'Closed' হলো অ্যান্ড্রয়ড। গুগলের ফিন্যান্সিয়াল টিমের মতে অ্যান্ড্রয়ড সর্বব্যাপী থাকবে না। ফায়ারফক্সের সহপ্রতিষ্ঠাতা

জো হুইট এ তথ্যে সম্মতি জানান। অ্যান্ড্রয়ড আইওএসের চেয়ে সামান্য বেশি ওপেন।

ডাউনলোড করা সফটওয়্যার বক্স কপি চেয়ে বেশি সস্তা : প্রচলিত ধারণা, ডিজিটাল ডাউনলোড তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী। কিন্তু এটি সবসময়ের জন্য সত্য নয়। কেননা হার্ডওয়্যারের দাম যেমন ম্যানুফ্যাকচারিং, শিপমেন্ট এবং স্টোরেজ স্পেসের দাম বাদ দেয়া হলেও বাড়তি খরচ প্রবর্তিত হয়। এসব খরচ হলো সার্ভার খরচ, অনলাইন স্টোরভিত্তিক খরচ। বাস্তবতা হলো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ব্যয়বহুল এবং বক্স ও ম্যানুয়াল কিনতে এক ভগ্নাংশ খরচ হয়।

সফটওয়্যার বাগস হলো কমপিউটারের **কিটের বাস্তব দৃষ্টান্ত :** ১৯৪৭ সালে ইউএস নেভি চালু করে প্রথম দিকের ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কমপিউটার, যার অপারেটর ছিল হার্ভার্ড মার্ক টু (Harvard Mark II)। এতে এক ধরনের ত্রুটি ধরা পরে মথ ট্র্যাপে। এ সময় 'বাগ' এবং ডিবাগিং টার্মের সূচনা হয়। সম্ভবত ১৮৭৮ সালে প্রকৌশলীদের মাঝে থমাস এডিসন এই টার্মটি ব্যবহার করেন। হার্ভার্ড অপারেটর যে অর্থে বাগ টার্মটি ব্যবহার করেছিল তার সাথে অর্থগতভাবে মিল থাকলেও কমপিউটিং বিশ্বে তেমনভাবে ব্যবহার হতে দেখা যায়নি প্রথম দিকে।

আইনগত

ছদ্মবেশী মোড আপনাকে বেনামী **করবে :** নাম যাই হোক না কেনো, ক্রেমে ইনকগনিটো, ফায়ারফক্সে প্রাইভেট ব্রাউজিং, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে ইনপ্রাইভেট ব্রাউজিং—এসব মোড অনলাইনে আপনার ট্র্যাক মুছে ফেলা সংক্রান্ত কাজ করে। সাধারণত হিস্টোরি এবং কুকিজ প্রতি সেশনের পর মুছে ফেলা হয়। তবে এই ভেবে বোকা হবেন না যে অনলাইনে বেনামী হয়ে থাকবেন সব সময়। এই তিনটি ব্রাউজারই এই মোডকে স্পষ্ট করে দেবে যে আপনার পিসির ট্র্যাক মুছে ফেলবে। তারপর আপনি আপনার আইএসপির মাধ্যমে লগড হতে পারবেন।

পাইরেসি থেকে মাইক্রোসফট লাভবান

হয় : ২০০৭ সালে এক সম্মেলনে মাইক্রোসফটের জেফ রাইকস অবৈধ ডাউনলোডকারীদের সমর্থন করে বলেন, যদি কেউ পাইরেট করতে চায় তাহলে তা যেনো অন্যদের সফটওয়্যার পণ্যের পরিবর্তে হয় মাইক্রোসফটের পণ্যে। বহুদিন ধরে এই ধারণা আর্ভিত হচ্ছিল যে মাইক্রোসফট পাইরেসি করলে কিছু মনে করে না। কেননা এতে সফটওয়্যার আরো বিকশিত তথা বিস্তার লাভ

করে। জেফ রাইকস ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, এক সময় জনগণের মৌলিক অ্যাসেস্ট হবে ইনস্টলভিত্তিক, যারা আমাদের পণ্য ব্যবহার করে। এর ফলে আশা করা যায়, এক সময় তারা লাইসেন্স সফটওয়্যার ব্যবহারকারীতে রূপান্তরিত হবে, কিন্তু এতে পাইরেসিকে সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব নয়।

বিটটরেন্ট হলো অবৈধ : অন্তর্নিহিতভাবে বিটটরেন্ট সম্পর্কে বেআইনী কিছু জানা যায়নি। যদি আপনি বানি (Big Back Bunny) অ্যানিমেশন ফ্রি কপি করার জন্য ব্যবহার করতে চান, তাহলে বিটটরেন্ট দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। বিটটরেন্ট ব্যবহারকারীদের বেশিরভাগই তুলনামূলকভাবে কম অপরাধ বোধ নিয়ে এটি ব্যবহার করে পাইরেট করা গেম এবং মুভি শেয়ার করার জন্য যা সিস্টেমের জন্য দুঃখজনক ব্যাপার। কিছু কিছু আইএসপি এবং অনেক নেটওয়ার্কে কোম্পানি বিটটরেন্টকে ব্লক করে কিংবা বিটটরেন্টের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে এবং এটি সম্ভবত ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে আংশিক উদ্বুদ্ধকরণ, তবে পাইরেসি অপরাধের সহযোগী হতে পারে না, নৈতিকভাবে বৈধ নয়।

উইন্ডোজের গোপন পথ দিয়ে সরকার আপনার ই-মেইল পড়তে পারে : ১৯৯৯ সালে বিবিসি জানায়, আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি (NSA) উইন্ডোজের ৯৫, ৯৮, এনটি ৪, ২০০০ প্রভৃতি প্রতিটি ভার্সনের কপিতে সম্পৃক্ত করেছে এক ব্যাক ডোর তথা গোপন পথ। উইন্ডোজ এনটির সিকিউরিটি ও এনক্রিপশন ড্রাইভারের জন্য -NSAKEY নামের এক ভেরিয়েবল খুঁজে পাওয়া যায় এবং ধারণা করা হতো যে মাইক্রোসফট সরকারকে ব্যবহারকারীর ডাটা সরবরাহ করবে। মাইক্রোসফট বারবার এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে ২০০২ ও ২০০৬ সালে। এমনকি ২০০৯ সালে উইন্ডোজ ৭-এর ক্ষেত্রেও। মাইক্রোসফট দাবি করে যে তারা উইন্ডোজে কখনো ব্যাকডোর রাখেনি এবং রাখবে না, তবে মাইক্রোসফট আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির সাথে কাজ করবে। তাদের বক্তব্য- আমরা পুরোপুরি সিকিউরিটি কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট টুলকিট নিয়ে কাজ করছি। মূলত এটি সিকিউরিটি টুল পরিবেষ্টিত গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কাজ করে। এটি একটি ভুল ধারণা। সম্ভবত এই ভুল ধারণা কখনই দূর হবে না।

পরিবেশগত

মোবাইল ফোন

ক্যামারার কারণ : গত এপ্রিলে হেলথ প্রটেকশন এজেন্সি এ পর্যন্ত সব লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে এক রিভিউ প্রকাশ করে।

এতে দেখা যায় মোবাইল ফোন দীর্ঘমেয়াদী কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। এ গবেষণার ফলাফলে এমন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি যে মোবাইল ফোন ব্যবহারের কারণে ব্রেন টিউমার



বা কোনো ধরনের ক্যান্সার রোগ হয়। এই গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে মোবাইল ফোন ব্যবহারের কারণে স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ করে হৃদযন্ত্রিত বা শ্বাসজরিত ক্ষতিকর বা বৈরী কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়নি।

বিমানবন্দরের স্ক্যানার আপনার হার্ডডিস্ক মুছে ফেলবে : বিমানবন্দরে যাত্রীরা তাদের ব্যাগকে সচরাচর এক্স-রে মেশিনে রাখে স্ক্যান করার জন্য সেই ক্যামেরা ফিল্মের যুগ থেকে। ফ্ল্যাশ স্টোরেজ সেই যুগের অবসান ঘটায়। এর ফলে আপনি নিরাপদে থাকতে পারবেন ল্যাপটপের ডাটার ব্যাপারে। এক্স-রে মেশিন প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক্স ম্যাগনেটিক শক্তি। এটি ধাতু শনাক্তকরণের মতো ম্যাগনেটিক তথা চৌম্বকীয় শক্তির মতো নয়। সুতরাং টেকনিক কনভেয়র বেল্ট, চাবি ও ওয়ালেটসহ চমৎকারভাবে কাজ করে। বিমানবন্দরের লাগেজ স্ক্যান করার ফলে হার্ডডিস্কের ডাটা নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

প্রত্যেক রাতে মোবাইল ফোন প্লাগ-ইন করলে ব্যাটারি ক্ষতিগ্রস্ত হয় : ইদানীংকার মোবাইল ফোনের ব্যাটারিগুলো লিথিয়াম আয়ন এবং লিথিয়াম পলিমার দিয়ে তৈরি। এগুলো দীর্ঘক্ষণ চার্জিংয়ের জন্য রেখে দিলে স্বাস্থ্যের জন্য কোনো ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু আগের দিনের নিকেল ক্যাডমিয়াম ব্যাটারির ক্ষেত্রে এমন কথা প্রযোজ্য নয়। কেননা নিকেল ক্যাডমিয়াম ব্যাটারি দীর্ঘক্ষণ চার্জিংয়ের কারণে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। পক্ষান্তরে লিথিয়াম আয়ন এবং লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি যত বেশি সময় প্লাগ-ইন রাখা যাবে ব্যাটারির জন্য তত ভালো।

পারফরম্যান্স

৬৪ বিট ওএস অধিকতর দ্রুত : ৬৪ বিট ওএস স্বাভাবিকভাবে ৩২ বিট ওএসের তুলনায় দ্রুততর নয়। যদি আপনি পিসিকে আপগ্রেড করেন, তাহলে ওএস থেকে শুধু একা পারফরম্যান্সের উন্নতি সাধন বুঝতে পারবেন না। তবে এর ফলে কিছু সুবিধা পাওয়া যায় যা আগে সম্ভব হতো না। এক্ষেত্রে মূল সুবিধাটি হলো ওএস ৪ জিবির চেয়ে বেশি র‍্যাম শনাক্ত করতে পারে, যা এক বিরাট সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে নিবিড়ভাবে এডিটিং অ্যাপ্লিকেশন রান করানোর ক্ষেত্রে। ৬৪ বিট সিপিইউর উপযোগী করে কিছু অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ডেভেলপ করা হয়, যেখানে ৩২ বিট তেমন পারফরম্যান্স দেখাতে পারে না।

র‍্যাম যুক্ত করলে পিসি দ্রুততর হয় : বাড়তি র‍্যাম যুক্ত করে পুরনো পিসির পারফরম্যান্স কিছুটা বাড়ানো যায় এ কথা পুরোপুরি সত্য না হলেও অংশত সত্য। ১ গি.বা. থেকে ২ গি.বা.-এ উন্নীত করলে উইন্ডোজ সফলভাবে দ্রুততার সাথে অ্যাপ্লিকেশন লোড করতে পারে। কিন্তু নতুন সিস্টেমের ক্ষেত্রে সাধারণত ৪ গি.বা. র‍্যাম আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়, সেখানে বাড়তি র‍্যামের সুবিধা

কম পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বলা যায় পুরনো পিসিতে বাড়তি র‍্যাম যুক্ত করলে পারফরম্যান্সের কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

বেশি কোর মানেই বেশি স্পিড : ইদানীংকার হাই-এন্ড প্রসেসর ৪ কোরবিশিষ্ট, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৬ বা ৮ কোরের অফার দেখা যায়। বেশিরভাগ ব্যবহারকারী এতে বাহ্যত কোনো পার্থক্য খুঁজে পান না। ৬ কোরবিশিষ্ট Corei7-3930k এবং চার কোরবিশিষ্ট Corei7-2600k উইন্ডোজ পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞরা দেখতে পান এ দুটি পারফর্ম করে আইডেন্টিক্যাল। তবে অডিও এনকোডিংয়ের ক্ষেত্রে চার কোর সিপিইউ ছিল অধিকতর দ্রুত।

ইদানীংকার বেশিরভাগ পিসি যথেষ্ট দ্রুততর। এক্ষেত্রে বাড়তি কোর পার্থক্য সৃষ্টি করে যথাযথ মাল্টিথ্রেড অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ ভিডিও রেন্ডারিং টেস্টে ৬ কোরবিশিষ্ট Corei7-3930 ৩৩ শতাংশ বেশি দ্রুততর থ্রিডি রেন্ডারিং টেস্টে দুটি বাড়তি কোর যুক্ত করার ফলে স্কোর হয় ১.৪৪। সুতরাং মনে রাখা দরকার বেশি কোর মানে বেশি গতি ঠিকই, তবে তার পূর্ণ সুবিধা পাওয়া যায় যথাযথ অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে।

সিকিউরিটি

ভাইরাস ই-মেইলের মাধ্যমে বিস্তৃত হয় : এক যুগ আগে ই-মেইল ওপেন করার মাধ্যমে ভাইরাস ধরা সম্ভব হতো। গুরুত্বপূর্ণ ই-মেইল ক্লায়েন্ট সিকিউরিটি হোল, মাইক্রোসফট আউটলুকসহ অন্যান্য ম্যালওয়্যার তৈরি করার জন্য কোডারদেরকে অনুমোদন করে, যা আক্রান্ত ওপেন মেসেজের মতো যত দ্রুত সম্ভব চালু হয়। যেমন I LOVE YOU ওয়ার্ম ২০০০ সালে ৫০ মিলিয়ন পিসিকে আক্রান্ত করে। কিন্তু ইদানীং এ ধরনের হোলকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে। টাচ উড, ই-মেইল-বর্ন ভাইরাস এখন অতীত। তারপরও আপনি আক্রান্ত হতে পারেন যদি অজানা অ্যাট্যাচমেন্ট চালু করেন বা অপরিচিত লিঙ্ক অনুসরণ করেন।

ম্যাক ভাইরাসে আক্রান্ত হয় না : উইন্ডোজের তুলনায় ম্যাক ওএস এক্স অনেক কম ভাইরাস আক্রান্ত হয়। যেহেতু উইন্ডোজের তুলনায় ম্যাকের ব্যবহারকারী অনেক কম, তাই ভাইরাস রচয়িতারা ম্যাকের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এছাড়া ম্যাকের সিস্টেম পারমিশন কঠোরভাবে তৈরি করা হয় ওএসের কোর লেভেলে। এর ফলে ম্যালওয়্যার তৈরিকারকদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে সিস্টেম সেটিংয়ে অ্যাক্সেস করা। অবশ্য এর মানে এই নয় ম্যাক প্লাটফর্ম ভলনিয়ারেবলবিহীন। সম্প্রতি ম্যাকের ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে ভাইরাস রচয়িতারা ম্যাকে অব্যাহতভাবে আক্রমণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে, যেমন ম্যাক ডিফেন্ডার অপরাধী চক্র ম্যাক ব্যবহারকারীদের প্রলুব্ধ করছে ক্ষতিকর প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে এবং প্রয়োজনীয় টুল হিসেবে গোপনে অবস্থান করে